মন

সংকট অসুখ
প্রতিষেধক স্বাস্থ্য

সম্পাদনা
সুশান্ত পাল

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ক্রমবিবর্ণবিলীন আমি আমরা ...?		০৯
মানুষের মন	গিরীন্দ্রশেখর বসু	১৩
ভারতীয় ভাবনায় মন: দার্শনিক বিশ্লেষণ	উমা চট্টোপাধ্যায়	৩৪
আজকের মনস্তত্ত্ব ও ফ্রয়েডের ধারণা	ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৪১
ফ্রয়েড থেকে ইয়ুং—এক অভিচলন	অনিন্দ্য সুন্দর দত্ত	৪৬
পাভলভ এবং স্কিনার	সুদর্শন শর্মা	৫৩
উপ-যুক্তি এবং 'চিত্তভ্রংশী বাতুলতা'— লিওতার ও কান্ট সংবলিত একটি বিতর্ক	শীর্ষাঙ্কর বসু	৬৫
মিশেল ফুকো এবং সভ্যতা ও উন্মাদনার অন্তর্দ্বন্দ্ব	সৈকত সরকার	৭৭
মন কী ও কেন	অতীশ চট্টোপাধ্যায়	৮৪
মনোরোগ ইতিহাসের তত্ত্বতালাশ	তরুণকুমার দত্ত	৮৮
মন, মনের অসুখের উৎস, মন ভালো রাখার ভাবনা	মোহিত রণদীপ	১০৪
চেনা কিছু মনোরোগের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি	সুকান্তি ভট্টাচার্য্য	১১৭
মনোরোগের বর্তমান চিত্র	শর্মিষ্ঠা মিত্র	১২৮
হাত ধরুন প্রতি পদক্ষেপে	সোমনাথ মুন্সি	১৩৫
অটিজম	অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুলিখন: শুভাশিস ভট্টাচার্য)	১৩৮
অ্যালজাইমার: জীবন বদলে দেয়	নিশি পুলুগুর্থা (অনুবাদ: গৈরিক বসু)	১৪৬
ডিপ্রেশনের দিন-রাত্তির	সরসিজ সেনগুপ্ত	১৫১
বিষণ্ণতা থেকে অবসাদ	লোপামুদ্রা গোস্বামী	১৫৬
সবার মাঝে একলা হতে চাওয়া	তিথি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৯
উদ্‌বেগ ও ফোবিয়া	সায়নদীপ ঘোষ	১৬৩
সম্মোহন থেকে হিস্টিরিয়া ও গুরুবাদ	গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭২
নেশার মনস্তত্ত্ব	তটিনী দত্ত	১৮০
ছটফটে শৈশব, সংশয়াবিষ্ট বয়ঃসন্ধি	গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৪
প্রবীণ মনের সুখ-অসুখ	রক্তিম ঘোষ	১৯০
অবসাদ ও আত্মহত্যা : মন ও সমাজ	মৈত্রেয় দেব	১৯৮
দাম্পত্যে টানাপোড়েন	অমিত চক্রবর্তী	২০৪
প্রবাসী মনের টানাপোড়েন	সাহানাজ রেজা ও ইমরোজ নাওয়াজ রেজা	২১৮
জলবায়ু পরিবর্তন বয়ে আনছে মানসিক বিপর্যয়	রাহুল রায়	২২২
যৌন অবদমনজনিত উদ্‌বায়ুরোগ	রেনে গুইয়োঁ	২২৯

স্বমেহন কি 'পাপ'? হস্তমৈথুনে একসময় ছিল নারী-পুরুষের অধিকার	চৈতালী চক্রবর্তী	২৪৪
ধর্ষকের মন	রুমঝুম ভট্টাচার্য্য	২৪৮
সমস্যাটা বায়োমেডিকেল সাইকিয়াট্রির : এখানে আলোচনাটা কৌম, সমাজ, 'পাগল' বিষয়ীর সাংস্কৃতিকতা আর প্রান্তিকতার প্রশ্নগুলো থেকে	অমিতাভ সেনগুপ্ত	২৫৪
মনের এক্কা-দোক্কা	ড্যান গার্ডনার (অনুবাদ: মানস মুখোপাধ্যায়)	২৬৪
স্টিগমা... মানসিক রোগীর অসহায়তা	নিঃসীম বসু	২৭৮
পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের মনস্তত্ত্ব	বাসুদেব মুখোপাধ্যায়	২৯১
দারিদ্র্য ও মানসিক স্বাস্থ্য	সুমিত দাশ	৩০১
বিপন্ন মানুষ—অসুখের ফেরিওয়ালারা এবং রোগের উৎপাদন	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	৩০৬
এক নতুন ধারার মেলার উৎস সন্ধানে : পশ্চিমবঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য মেলা ও মনোরোগীর সামাজিকীকরণ	শিপ্রা সরকার	৩২১
সামাজিক চাপ ও মনের ওপর তার প্রভাব	সৌরভ মধুর দে	৩৩৩
ইতিহাসে অনুভূতি, অনুভূতির ইতিহাসচর্চা	সৌম্য মুখোপাধ্যায়	৩৪৬
আধুনিক জীবনশৈলী: উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষা, টেনশন, হতাশা ও অবসাদ	অবন্তী ভট্টাচার্য্য	৩৫৭
সোশ্যাল মিডিয়া ডিসঅর্ডার	নীলেশ্বর দাস	৩৬৬
ফিল দ্য থ্রিল: বিঞ্জ ওয়াচিং ও তার প্রভাব	প্রীতি চক্রবর্তী	৩৭৪
পণ্য আসক্তি: ব্যাখ্যা এবং মনোসমীক্ষক দৃষ্টিকোণ	শ্রীপর্ণা কর	৩৭৮
রিল স্টোরির বারবেলা	সুস্মিতা পাল	৩৮২
দিন্নার মেয়েবেলা	নেহাশ্রী বিশ্বাস	৩৮৫
শোনার মন	অতীশ নন্দী	৩৯২
পোস্ট-ট্রুথ মন	কঙ্ক ঘোষ	৩৯৫
শাসকের মন	অবিন দত্ত	৪০৭
কোভিড ১৯-উত্তর মানসিক সমস্যা	গোপাল শেঠিয়ার	৪১০
রবীন্দ্র বীক্ষণে মন—'আঁতের কথা' নিয়ে দু-চার কথা	দেবনারায়ণ মোদক	৪১৪
আমাদের আত্মঘাতী শিক্ষা এবং রবীন্দ্রনাথ	সুশান্ত পাল	৪৩০
শিশু মনস্তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ	পৌলমী ভড়	৪৪১
'সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া' : শিল্পসত্তা	সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়	৪৪৪
মনোজগৎ-এ টানাপোড়েন, বিচ্ছিন্ন কাফকার নায়ক	পার্থ সারথি বণিক	৪৪৭
ফ্রয়েডের মনোবিকলন-তত্ত্ব এবং বাংলা ছোটোগল্প	সঞ্জীব দাস	৪৫৬
লেখক পরিচিতি		৪৬৫

মানুষের মন
গিরীন্দ্রশেখর বসু

অপবিজ্ঞান

এক এক সময়ে এক একটা কথার ভূত আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। কয়েক বৎসর পূর্বে 'বিজ্ঞান' কথাটি এইরূপ আমাদের স্কন্ধে অধিষ্ঠান করিয়াছিল। তখন সব বিষয়ে আমরা 'বিজ্ঞানসম্মত কারণ', 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা' ও 'বৈজ্ঞানিক যুক্তি'-র আশ্রয় লইতাম। পরে 'বিদ্যুৎ' কথাটা ঘাড়ে চাপিল। তখন 'টিকিতে বিদ্যুৎ', 'কোষাকুষিতে বিদ্যুৎ', 'তুলসী গাছে বিদ্যুৎ', 'জীবনী শক্তির মূলে বিদ্যুৎ' দেখিতে লাগিলাম। সম্প্রতি 'মনস্তত্ত্ব' কথাটা সাধারণের স্কন্ধে ভর করিয়াছে। 'বৃদ্ধের মনস্তত্ত্ব', 'শিশুর মনস্তত্ত্ব', 'বোমার মনস্তত্ত্ব', 'দুর্বৃত্তের মনস্তত্ত্ব', psychological moment, slave mentality ইত্যাদি কথা শুনিতে শুনিতে কান পচিয়া গেল। অতি-আধুনিক সাহিত্যে পাঁচ বৎসর বয়স্ক নায়কও এখন মনস্তত্ত্বের দোহাই না দিয়া কথা বলে না।

যখন যে বিজ্ঞানের কথা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় তখনই সেই বিজ্ঞানের আশ্রয়ে এক একটি অপবিজ্ঞান গড়িয়া ওঠে। মনোবিদ্যারও এইরূপ অপবিজ্ঞান সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহারই প্রভাবে যেখানে সেখানে মনোবিদ্যার বুক্‌নি শোনা যাইতেছে। ভুল পথেই হোক, আর ঠিক পথেই হোক, মনোবিদ্যা সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহল জাগিয়াছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মনোবিদ্যা আধুনিক বিজ্ঞান

মনোবিদ্যা অতি-আধুনিক বিজ্ঞান। বহু পুরাকাল হইতে মনোবিদ্যার চর্চা প্রচলিত থাকিলেও মাত্র কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর হইল ইহা বিজ্ঞানের আসন পাইয়াছে। যে মন লইয়া সকলকেই কারবার করিতে হয় তাহারই বিজ্ঞানের উৎপত্তি অন্যান্য বিজ্ঞানের পশ্চাতে হইয়াছে। ভূতবিদ্যা বা physics, কিমিতিবিদ্যা বা Chemistry, জ্যোতিষ ইত্যাদি জড়বিজ্ঞান বহুকাল পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখনও অনেক পণ্ডিত মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানের আসন দিতে প্রস্তুত নহেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে মনোবিদ্যার আসন যে সকলের শেষে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। মানুষের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তির উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, বহির্বস্তু সম্বন্ধে মানুষ যতটা কৌতূহলী, তাহার নিজের মনে কি হইতেছে সে সম্বন্ধে ততটা নহে। এই কারণেই মানুষ

মনোবিদ্যার দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। সকল অবস্থায় অন্তর্দর্শনের চেষ্টা ভিন্ন মনোবিজ্ঞানের উন্নতি হইতে পারে না, কিন্তু অতি অল্পলোকেরই অন্তর্দর্শনের ইচ্ছা মনে উঠে। 'কঠোপনিষদে' আছে :

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃশৎ স্বয়ম্ভু
তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নাস্বরাবন।
কশ্চিস্থীরঃ প্রত্যগায়ানমৈক্ষ
দাবৃত্ত চক্ষুর মৃতত্বমিচ্ছন্।।

পরমুখী হলদ্বার স্বয়ম্ভু বিধানে
দৃষ্টি পরমুখী নহে অন্তরাত্মা পানে
কদাচিৎ কোনো ধীর অমৃত সন্ধানে
আবরিয়া চক্ষু দেখে প্রত্যেক আত্মনে।

অতএব মানুষের কি অপরাধ! স্বয়ম্ভু ভগবান সাধারণ মানুষের দৃষ্টি বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বাহিরের জড়বস্তু লইয়াই মানুষের তৃপ্তি। কদাচিৎ কোনো ধীর ব্যক্তির আত্মদর্শনের ইচ্ছা দেখা দেয়। এইজন্যই মনোবিদের সংখ্যা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের তুলনায় কম এবং মনোবিজ্ঞানেরও উন্নতি অন্যান্য বিজ্ঞানের পরেই হইয়াছে।

মানুষের নিজের মন পর্যবেক্ষণ করিতে স্বভাবগত অনিচ্ছা আছে। আমরা যখন রাগী তখন যাহার উপর রাগ হইয়াছে তাহাকে শাস্তি দিতে মন নিবদ্ধ থাকে। রাগের সময় নিজের মনোভাবের কী পরিবর্তন হইতেছে না-হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি থাকে না। কেহ সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। বাঘ দেখিয়া ভয় পাইলে পলাইতে ব্যস্ত হই। ভয়ে মনের কি পরিবর্তন ঘটিল তাহা দেখিবার অবসর থাকে না। সামান্য সামান্য বিষয়েও দৃষ্টি অন্তর্মুখ না হইয়া বহির্মুখে ধাবিত হয়। মনকে তাহার স্বভাবগত বহির্মুখিতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখ না করিতে পারিলে মনোবিদ হওয়া যায় না। হিন্দুশাস্ত্রের আদর্শের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই হিসাবে মনোবিজ্ঞানের স্থান সকল বিজ্ঞানের উপরে। আত্মার সাক্ষাৎকারের চেষ্টাই হিন্দুধর্মের চরম উপদেশ। শাস্ত্রকারেরা বলেন, আত্মা অন্নময় ইত্যাদি পঞ্চকোষ দ্বারা আবৃত। মনোময়কোষ ইহাদের অন্যতম। মনোময়কোষের ভিতর দিয়া না যাইলে আত্মদর্শন সম্ভব নহে। মনোবিদ্যা এই মনোময়কোষের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে, সেজন্য মনোবিদ্যা আত্মদর্শনের সহায়ক। একমাত্র মনোবিদ্যাই বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে সাত্ত্বিক বিদ্যা, অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞান রাজসিক। তাহারা মনকে বহির্মুখ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত করে। মনোবিদ্যা মনকে অন্তর্মুখ করে ও আত্মজ্ঞান লাভে সহায়ক হয়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্র

প্রত্যেক বিজ্ঞানই নিজ নিজ আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একটা গণ্ডি ঠিক করিয়া লয়। বিজ্ঞানের

প্রথম অবস্থায় এই গণ্ডি খুব নির্দিষ্ট না হইলেও বিজ্ঞান যতই উন্নতি লাভ করে গণ্ডি ততই স্পষ্টতর হয়। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহিত ভূতবিদ্যা, কিমিতিবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিজ্ঞান জড়িত ছিল। পুরাকালে কেহ পৃথক কিমিতিবিদ্যার আলোচনা করিতেন না। যিনি চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন তিনি চিকিৎসাতত্ত্বের অঙ্গরূপে কিমিতি-বিজ্ঞান শিখিতেন। যেদিন হইতে ভূতবিদ্যা ও কিমিতিবিদ্যা চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে পৃথক হইল এবং নিজ নিজ গণ্ডি ও আলোচ্য বিষয় স্থির করিয়া লইল, সেইদিন হইতেই এই দুই বিদ্যা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এখনও চিকিৎসককে কিমিতিবিদ্যা শিখিতে হয়, কিন্তু এই বিজ্ঞানকে কেহ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন না। কিমিতি-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইতে পৃথক বলিয়া এখন সকলেই জানিয়াছেন। অবশ্য এই দুই বিজ্ঞানের পরস্পর আদানপ্রদান থাকা কিছু বিচিত্র নহে।

মনোবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য

মনোবিদ্যা প্রথমত দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। অল্পদিন হইল মনোবিদ্যা দর্শনশাস্ত্র হইতে পৃথক হইয়া নিজের ক্ষেত্র নির্দেশের চেষ্টা করিতেছে। এখনও অনেক মনীষী মনোবিদ্যাকে স্বাতন্ত্র্য দান করিতে স্বীকৃত নহেন। একদিকে দার্শনিক যেমন মনোবিদ্যার উপর নিজের দখল সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত, অপরদিকে তেমনি শারীরশাস্ত্রবিদ (Physiologist) বলিতেছেন, মনোবিদ্যার উপর অধিকার আমার। শরীরের বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনে মনের পরিবর্তন সাধিত হয়। শরীরের পরিবর্তন যখন শারীরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, তখন তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক পরিবর্তনও শারীরবিদ্যার অন্তর্গত হওয়া উচিত। শারীরবিদ্যা ছাড়া মনোবিদ্যার পৃথক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আরও একদিক হইতে মনোবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতেছে। কোনো কোনো প্রাণিবিদ বলিতেছেন, মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের আসন পাইতে পারে না। পরের মন আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নয় এবং সে সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভবপর নহে। অপরের কথায় বা ব্যবহারে তাহার মনোভাব প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকের পরিত্যাজ্য। ইতরপ্রাণীর মনের যেমন আলোচনা চলে না, তাহার ব্যবহারমাত্র পর্যবেক্ষণ করা যায়, সেইরূপ মানুষেরও মনের আলোচনা না করিয়া কোন অবস্থায় পড়িলে তাহার কীরূপ ব্যবহার হয় তাহাই বৈজ্ঞানিকের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। এই হিসাবে মনোবিদ্যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—তাহা প্রাণিবিদ্যার অন্তর্গত মাত্র।

প্রাণীবিদের আপত্তি

প্রাণিবিদের আপত্তি বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মনোবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য দানে আপত্তির প্রধান কারণ—মন-পর্যবেক্ষণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা। একথা স্বীকার

করিতেই হইবে যে, একমাত্র নিজের মন ব্যতীত অপরের মন প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। মন স্বতঃই চঞ্চল এবং তাহার পর্যবেক্ষণও দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরূহ বলিয়াই তাহা অসম্ভব নহে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মন পর্যবেক্ষণের ফলাফল জানাইতে পারেন এবং এই সমস্ত 'দত্তি' (data) লইয়া মনোবিজ্ঞান গড়া সম্ভব। কেবল মাত্র প্রত্যক্ষের উপরেই যে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইবে এমন কথা নহে। যুক্তিযুক্ত অনুমান সকল বিজ্ঞানেই স্থান পাইয়া থাকে। অপরকে চিমটি কাটিলে তাহার যে লাগে তাহা অনুমানমাত্র। কারণ বেদনাটা আমরা দেখিতে পাই না—অপরের কথা শুনিয়াই ও তাহার মুখভঙ্গি দেখিয়া বেদনার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়। কিন্তু এই অনুমানের মূল্য যে প্রত্যক্ষেরই অনুরূপ তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব মনোবিদ প্রাণীবিদের আপত্তি গ্রাহ্য করিবে না।

শারীরবিদের আপত্তি

শরীরের পরিবর্তনে মনের পরিবর্তন হয় একথা সত্য বলিয়া পৃথকভাবে মনের পর্যবেক্ষণ করা চলে না তাহা নহে। এমন অনেক অবস্থা আছে, যেখানে শরীরের কোনো পরিবর্তন লক্ষিত না হইলেও মনের গুরুতর পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। কী অবস্থায় মনের কী পরিবর্তন হয়, মনোবিদ তাহা অবশ্য লক্ষ করিবেন, কিন্তু অবস্থাটিকেই বড়ো মনে করিয়া মন-পর্যবেক্ষণকে নিষ্ফল মনে করা ভুল। রোগে শারীর-ক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু সেজন্য কেহ শারীরশাস্ত্রকে রোগবিজ্ঞান মনে করেন না। অতএব শারীরবিদের কথায় মনোবিদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার কোনোই কারণ নাই। অপরপক্ষে শারীরবিদের আপত্তির উত্তরে মনোবিদ বলিতে পারেন, মনে পরিবর্তন হইলে শরীরে পরিবর্তন হয়, অতএব শারীরশাস্ত্র মনোবিদ্যার অন্তর্গত হওয়া উচিত।

দার্শনিকের আপত্তি

দার্শনিকের আপত্তি ভিন্ন প্রকারের। তিনি বলেন, মানসিক ব্যাপার লইয়া আমরা কারবার করি। অতএব মনোরাজ্যে আমাদেরই অধিকার। দার্শনিক চরম তথ্যের বিচার করেন, বৈজ্ঞানিক তাহা করেন না। কী প্রকারে পরমপদ লাভ হয়, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কী, ইত্যাদি প্রশ্ন দার্শনিক সমাধান করিবার চেষ্টা করেন। মানসিক ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ তাঁহার চরম লক্ষ্য নহে। মানসিক প্রবৃত্তি ইত্যাদি বিচার করিয়া, কী করিয়া পরমসত্যে উপনীত হওয়া যায় তাহাই তিনি নির্দেশ করেন। মানসিক ব্যাপার তাঁহার কাছে এই সত্যে পৌঁছিবার কারণমাত্র। পদার্থবিদ্যার তথ্যও তিনি কারণরূপে ব্যবহার করেন। মনের পর্যালোচনাই মনোবিদের চরম লক্ষ্য। দার্শনিক-বিচারে তাঁহার অধিকার নাই। শিল্পী পেন্সিল তুলি ইত্যাদি লইয়া কারবার করেন, কিন্তু পেন্সিল তুলি নির্মাণ ও তাহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা তাহার আয়ত্তাধীন নহে। একাজ অন্য লোকের। ডাক্তার ছুরি ব্যবহার করেন, কিন্তু তিনি যে

ছুরি-সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপার জানিবেন তাহা আশা করা ভুল; সেইরূপ দার্শনিকের নিকট মনোবিদ্যার তথ্য প্রত্যাশা করা সমীচীন নহে। কেবলমাত্র মনোবিদই মনোবিদ্যা অনুশীলনের পূর্ণ অধিকারী, অপরে নহে।

মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

মনোবিদ্যার সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক থাকিলেও বিজ্ঞান হিসাবে মনো বিদ্যার আসন যে পৃথক তাহা আর অস্বীকার করা চলে না। মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাহারও একটা গণ্ডি আছে। এই গণ্ডি মনোবিদ্যাকে অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। একটা উদাহরণ লওয়া যাক । ঘণ্টা বাজিতেছে। পদার্থবিদ, শারীরবিদ, প্রাণীবিদ, দার্শনিক, মনোবিদ সকলেই সেই শব্দ শুনিতেছেন। পদার্থবিদের কাছে শব্দটা বায়ুর কম্পনমাত্র। শারীরবিদ বিচার করিতেছেন, সেই শব্দে কর্ণপটহ কীরূপ নড়িতেছে, স্নায়ুমণ্ডলীতে কী প্রকার বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতেছে, মস্তিষ্কের কোন্ বিশেষ অংশে কী পরিবর্তন ঘটিল, কে শব্দায়মান ঘণ্টার নিকট গেল, কে-ই বা দূরে গেল, ঘণ্টা শুনিয়া কে নৃত্য করিল, কে-ই বা লাঠি বাহির করিল, ইত্যাদি। দার্শনিক ভাবিতেছেন—এই শব্দ মানুষের মনকে কতটা উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে পারে, শব্দ শোনার আনন্দে আনন্দময়ের কী সন্ধান পাওয়া যায়, পরমপুরুষের কোন্ সত্তা শব্দে প্রকাশিত হয়, শব্দ সত্য না ঘণ্টা সত্য, না উভয়ই মিথ্যা, মায়ামাত্র ইত্যাদি। মনোবিদ দেখিতেছেন, ঘণ্টার শব্দের স্বরূপ কী, সেই শব্দের অনুভূতির সহিত অন্যান্য শব্দের সাদৃশ্য বা পার্থক্য কোথায় ইত্যাদি। একই ঘটনাকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রকারে দেখিয়া থাকেন। প্রত্যেকেরই ক্ষেত্র পৃথক। প্রত্যেকেই ঘটনার একটা বিশিষ্ট দিক দেখিতেছেন। পদার্থবিদের কাছে শব্দের অনুভূতিটা আবশ্যকীয় বিষয় নহে—তাহা গৌণ ব্যাপারমাত্র। আবার মনোবিদের কাছে শব্দের অনুভূতিটাই মুখ্য বিষয়; ঘণ্টার বা বায়ুর কম্পন গৌণ ঘটনা। পদার্থের কম্পন ভিন্ন সাধারণত শব্দের উৎপত্তি হয় না, অতএব মনোবিদ ও পদার্থবিদের আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। পদার্থবিদের কাছে শব্দের অনুভূতি শব্দায়মান পদার্থের কম্পনের পরিচায়কমাত্র। এ অনুভূ তি না থাকিলেও তাঁহার চলে। পদার্থবিদ বধির হইলেও যন্ত্র সাহায্যে ত্বক কিংবা চক্ষুর দ্বারা কম্পন নির্ণয় করিতে পারেন। কিন্তু বধির মনোবিদ শব্দের অস্তিত্বই জানেন না। শব্দায়মান পদার্থের কম্পন তাঁহার কাছে কম্পনমাত্র, তাহা শব্দ নহে। 'শব্দ' কথাটা আমরা দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি বলিয়াই পদার্থবিদের শব্দ ও মনোবিদের শব্দকে অনেক সময় একই বস্তু মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হই। শারীরবিদ বলেন, শব্দায়মান বস্তুর কম্পন কর্ণপটহকে আন্দোলিত করে। এই আন্দোলনে কর্ণের স্নায়ু উত্তেজিত হয়। সেই উত্তেজনা স্নায়ু বাহিয়া মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া বিশেষ অংশে আঘাত করে। তাহাতেই শব্দের অনুভূতি হয়। অতএব শব্দের